যুগান্তর

তারিখ 26 OCT 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

বিংশ শতকের শিক্ষক বনাম একবিংশ শতকের শিক্ষার্থী

ফারজানা আনোয়ার

আমরা যারা শিক্ষক তারা প্রায়ই একটি শব্দ শুনতে পাই— 'শিখন সংকট'। কেউ কেউ হয়তো এর সঙ্গে পরিচিত, আবার কেউ কেউ পরিচিত নয়। তবে পুরো পৃথিবীতেই, বিশেষ করে দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়া, সাব সাহারান এবং আরব দেশগুলোয় এ সমস্যা প্রকট।

'শিখন সংকট' বলতে বোঝায় বহু শিশু এখনও স্কুলের বাইরে রয়েছে। অন্যদিকে স্কুলে অবস্থানরত অনেক শিশুই মৌলিক শিক্ষা থেকে দূরে রয়েছে অর্থাৎ তারা শিখছে না। জাতিসংঘের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বিশ্বে প্রতি দশজন স্কুলশিশুর মধ্যে ছয়জন বাস্তবিক অর্থে কিছুই শিখছে না। এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিকে জাতিসংঘ 'শিখন সংকট' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। বিবিসির এক প্রতিবেদন বলা হয়েছে, সাব সাহারান, গরিব ও যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলোতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মনোযোগ থাকে বেশিসংখ্যক শিশুকে স্কুলে পাঠানোর দিকে। তবে অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, ওই শিশুদের একটি বড় অংশ শিক্ষার ন্যূনতম মানে উঠে আসতে পারছে না। এ চিত্র প্রকাশ পেয়েছে ইউনেস্কো ইন্সটিটিউট অব স্ট্যাটিসটিকসের সাম্প্রতিক এক গবেষণায়।

সমস্যাটি আমাদের দেশেও প্রকট। আমরা অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর শিক্ষক সমাজ এই একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাল দিতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছি। কখনও দোষ দিচ্ছি শিক্ষাব্যবস্থার, কখনও অভিভাবকদের, কখনও ছাত্র-ছাত্রীদের, কখনও যুগের আর কখনোবা নিজের ভাগ্যের।

অতি সম্প্রতি একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিলাম। আয়োজন করেছিল ব্রিটিশ কাউন্সিল। অত্যন্ত যুগোপযোগী এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিংশ শতাব্দীর শিক্ষক কীভাবে সফলতার সঙ্গে একবিংশ শতাব্দীর এই প্রজন্মকে বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। প্রত্যেক শিক্ষার্থী সুপ্ত প্রতিভা স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে সৃজনশীলতা, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা, মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, নেতৃত্ব দানের গুণাবলী এবং ব্যক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের বীজ বপন করতে পারলে এই শিক্ষার্থীরাই হবে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর যোগ্যতম নাগরিক। আর এজন্য প্রয়োজন অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম। শুধু পরীক্ষায় জিপিএ-৫ বা গোল্ডেন জিপিএ পাওয়াই যদি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হয়, তবে সেই শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য। সময় এসেছে সব শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে নিজেদের সমস্যা চিহ্নিত করে নিজেদেরই সমাধানের পথে এগিয়ে যাওয়ার। শিক্ষক সতর্কতার সঙ্গে হাল ধরে থাকবেন এবং শিক্ষার্থীদের সঠিক পথে পরিচালনা করবেন। শিক্ষকদের ইতিবাচক আচরণই পারে শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক করে গড়ে তুলতে। শিক্ষকদের সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় শিক্ষক-অভিভাবক-শিক্ষার্থীর সমন্বয়ের অভাবে। কাজেই অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদেরও বর্তমান এই 'শিখন সংকট' সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে হবে। অংশগ্রহণ করতে হবে বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত সব কার্যকাণ্ডে। অভিভাবকদের প্রতি বিনীত অনুরোধ, আমরা যেন আমাদের সন্তানদের রেজাল্টসর্বস্ব ভালো ছাত্র না বানাই, ভালো মানুষ বানাই। মেধা বিকশিত হবেই, কিন্তু মানবীয় গুণাবলী চর্চার মাধ্যমেই অভ্যাসে পরিণত হয়।

আসুন, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থী— আমরা সবাই মিলে আজকের এই শিখন সংকট সমস্যার মোকাবেলা করে দেশকে উন্নয়নের পথে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাই।

ফারজানা আনোয়ার : *সহকারী শিক্ষক, ইংরেজি, ইক্ষু গবেষণা উচ্চ বিদ্যালয়, ঈশ্বরদী, পাবনা*